

শাহাদাৎ হোসেন

দাম এক টাকা মাত্র

প্রকাশক—
মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ
মোহাম্মদী বুক এজেন্সী
২৯ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আষাঢ় ১৩৩৫

প্রিণ্টার—
মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ
মোহাম্মদী প্রেস
২৯ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

কল্যাণীয় কবি—

শ্রীমান মোয়াহেদ বখ্‌ত্‌ চৌধুরী

কল্যাণীয়েষু—

বিভিন্ন মাসিকে এযাবৎ আমার যে-সব কবিতা বেরিয়েছে, তারই ভিতর থেকে বাছাই-করা একই সুরের কয়েকটী কবিতা 'মৃদঙ্গে' সন্নিবেশিত হ'ল।

পণ্ডিতপোল, হাড়োয়া পোঃ,
২৪ পরগণা।

শাহাদাৎ হোসেন

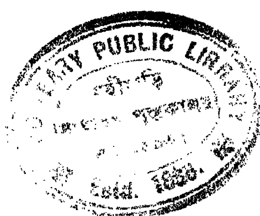
*　　*　　*

ঘন গম্ভীরে বাজে মৃদঙ্গ
উদার মন্দ্রে রে !
সুর-স্বপনের উষার আলোক
নয়নে ফুটিল রে !
জলধি মথিয়া শূন্য ছানিয়া
সিন্ধু-কাবেরী-গঙ্গা বাহিয়া
বিশ্বভুবন ছন্দে প্লাবিয়া
এ কি গান এসেছে রে !

হিমাচল হ'তে কন্যাকুমারী
মুখরিছে বাণী শূন্য-বিহারী
যমুনা-তাপ্তী-নর্ম্মদা-বারি
উজান বহিছে রে।
ঘন গম্ভীরে বাজে মৃদঙ্গ
উদার মন্দ্রে রে !
এ যে　মহা-অতীতের অমর রাগিণী
কতবার-শোনা যুগের কাহিনী
স্বপন-বরণে সত্যের বাণী
ভুলিয়া আছিনু রে !

এ-গানের সুরে পরাণ ঢালিয়া
এ-উষার তলে কিরণ মাখিয়া
পুণ্য জীবন-তরণী বাহিয়া
চলেছি একদা রে
ঘন গম্ভীরে বাজে মৃদঙ্গ
উদার মন্দ্রে রে !

আজি আঁধার যুগের বক্ষ ভেদিয়া
নূতন জীবনে ছন্দে খেলিয়া
শত শতাব্দী-জড়িমা নাশিয়া
এ গান জেগেছে রে।
জাগরে চিত্ত ঊষার কিরণে
সঙ্গীতে জাগ নূতন জীবনে
হের এক মহাজাতি যুগের মিলনে
ভারত-তীর্থে রে !
ঘন গম্ভীরে বাজে মৃদঙ্গ
উদার মন্দ্রে রে !



মৃদঙ্গ



মহাপয়গাম

অন্ধ তিমিরে ভরেছে ভুবন আকাশ গিয়াছে মিশি,
পাপের সিন্ধু রুদ্র গরজে ধ্বনিছে বিপুল দিশি।
মহা-তাণ্ডবে জাগে কোলাহল ঝঞ্ঝায় ওঠে রোল
এস্রাফিলের শিঙায় অকালে ধ্বংশের কলরোল।
প্রলয়ের মেঘ উঠেছে রুখিয়া রুদ্র বিষাণ গাজে
স্বেচ্ছাচারের ডঙ্কার ঘন দুন্দুভি-রোলে বাজে।
দিগ্‌দিগন্তে উঠে মহামার হাহাকারে ফাটে ধরা;
মরণের বুকে লুটায়ে পড়েছে মুরছি' বসুন্ধরা।

সহসা হেরার তুঙ্গ শিখরে কে গো বীর নির্ভয়!
উদার কম্বুকণ্ঠে ঘোষিলে নিখিলের বরাভয়।
শিহরি' চকিতে দেখিল চাহিয়া নিখিলের নরনারী
দীপ্ত মূরতি কে মহামানব যুগের তিমির বারি'
জ্যোতির রশ্মি-মণ্ডলে বসি, ঘোষিতেছে পয়গাম
শাশ্বত বাণী পূর্ণ কণ্ঠে মন্দ্রিছে অবিরাম।

মরুদিগন্ত গিরিকন্দর ধ্বনি' ওঠে বারবার
সত্য মহান্ একক আল্লা, এ-তিন ভুবনে আর
নহে পূজনীয়, নহে বরণীয়, নহে কেহ মহীয়ান—
তিমির যুগের প্রভাতে আজিকে আসিয়াছে ফরমান।
উদ্দেশে তাঁর নত কর শির, মহানিধি মহিমার
শক্তি তাঁহার চির-বিজয়িনী মণি-খনি করুণার।
মানুষ আমরা চিরদাস তাঁর, প্রভু তিনি সবাকার
আকাশ-ভুবনে মহাবাণী এই ঘোষিতেছে অনিবার।
সৃষ্টির বুকে বুদ্‌বুদ মোরা ফুটিয়া উঠেছি সবে
চিরমঙ্গল অবদান তাঁর ধরণীর উৎসবে।
অরুণিত নব যুগের আলোকে হে মানব মতিমান!
সাধনে তোমার সার্থক কর সেই মহা-অবদান।

নিখিল-মানব সোদর তোমার ভুলে যাও অভিমান!
মহামিলনের সিন্ধু-সলিলে ডালি দাও ভেদজ্ঞান।
নিখিল ভ্রাতৃমিলনে আজি এ বালুময় মরুথানে
মহামানবতা উঠুক জাগিয়া সৃষ্টির কল্যাণে।
পাপের ঘূর্ণী থামিল সহসা সিন্ধুর কলরোল
স্বেচ্ছাচারের রুদ্র নটন কোলাহল কল্লোল
থেমে এল সব, স্নিগ্ধ কিরণে উদ্ভাসি' ধরণীরে
মহাধর্ম্মের নবারুণ ফুটে প্রাচী'র তিমির শিরে।

*   *   *

বিস্ময়-হত নরনারী সব চেয়ে রহে অনিমেষে
সহসা দরুদ ফুটিল কণ্ঠে অজ্ঞাতে অবশেষে ;
লক্ষ কণ্ঠে উঠিল ধ্বনিয়া "আলায়কাস্ সালাম
ইয়া রসুল সাল্লাল্লাহো আলায়কাস্ সালাম" ।

কলিকাতা, ১৩৩৪

রমজান

তোমারে সালাম করি নিখিলের হে চির-কল্যাণ—
জান্নাতের পুণ্য অবদান !
যুগ-যুগান্তর ধরি বর্ষে বর্ষে আসিয়াছ তুমি
দিনান্ত কিরণে চুমি'
ধরণীর বনান্ত বেলায়।
অস্তসিন্ধুকূলে দূর প্রতীচির নীলিমার গায়
দ্বিতীয়ার পুণ্য তিথি প্রতি বর্ষে আঁকিয়াছে তোমার আভাস
দিক হ'তে দিগন্তরে জাগিয়াছে পুলকের গোপন উচ্ছ্বাস।
আজি ফুরায়েছে সব—
উচ্ছ্বসিত কলকণ্ঠে বাজেনাকো আনন্দের গীতি-কলরব।
অত্যাচার, অনাচার, নির্ম্মম পীড়নে
জীবন্মৃত পড়ে' আছি ধরণীর একান্তে নির্জ্জনে ;
দীর্ণ বক্ষে জাগে শুধু মর্ম্মভেদী তপ্ত হাহাকার
নয়নে ঘনায়ে আসে মরণের গাঢ় অন্ধকার।
আনন্দের হাসি কোথা, কোথা নব জীবনের গান
সুরহারা ভগ্নকণ্ঠে ফোটে শুধু ব্যথা-ভরা করুণার তান।
বিপুল এ পৃথ্বী আজি দাবদগ্ধ পড়ে' আছে বিরাট শ্মশান—
গৌরবের মহা-অবসান ;
সর্ব্বহারা জীবন্ত কঙ্কাল লুটাইছে বুকে তার
আর্ত্তকণ্ঠে মুহুর্মুহু ফুটিতেছে মর্ম্মন্তুদ মরণ-চীৎকার,

শক্তি নাই, ভাষা নাই, জীবনের নাহি উন্মাদনা,
অলস তমিস্রাপুঞ্জে ঘেরে আছে শতাব্দীর জীবন্ত সাধনা।
অতীতের যাত্রাপথে উড়াইয়া জীবনের বিজয় কেতন
আলোকের অগ্রদূত, অন্ধকারে নির্ব্বিচারে করিতেছে মরণ-বরণ!
অনুতাপ-বৃশ্চিকের বিষাক্ত দংশনে
সুতীব্র দহনে—
তবু নাহি দহে মর্ম্মতল,
নির্ব্বিকার গতিহীন পড়ে' আছে স্থাণু অবিচল।

দিগন্তের চিত্রাকূলে রূপচ্ছবি আঁকি
ঋতু-চক্র-আবর্ত্তনে 'শরাবন তহুরা'র সাকী!
আসিয়াছ যদি তবে ঢেলে দাও অশ্রান্ত ধারায়
তোমার অমৃতরস মুমুর্ষুর তীব্র পিপাসায়;
জ্যোতিপুঞ্জে উদ্ভাসিয়া ঘনান্ধ শ্মশান
কঙ্কাল প্রেতের কণ্ঠে জাগাইয়া তোল নব জীবনের উদ্বোধন গান
দিক হ'তে দিগন্তরে ধরণীর মর্ম্মকেন্দ্র ঘন মুখরিয়া
"স্বাগতম রমজান" গীতিকণ্ঠে উঠুক রণিয়া।

কলিকাতা, ১৩৩৩

ঈদ-বোধন

ঈদের বোধন আজি
ব্যোম বসুমতী ছাপি,
ঘোর রোলে ক্ষুব্ধ মন্দ্রে উঠিয়াছে বাজি—
রুধির রুধির ওরে—নহে ক্ষুদ্র তুচ্ছ অর্ঘ্যদান
মুক্তি-পন্থী ত্যাগ-বুদ্ধ ডালি দেরে তপ্ত কাঁচ রক্ত-রাঙা প্রাণ।"
তন্দ্রাতুর জড়পিণ্ড ওরে—
ওই ডাকে তোরে
উচ্ছ্বসিত রক্ত-সিন্ধু প্রলয়ের কল্লোল-নির্ঘোষে
বুদ্বুদের অগ্নি-জ্বালা মুহুর্মুহু ফুলে ওঠে ক্ষিপ্ত রুদ্র জোশে
কই কোথা "ইব্রাহিম," জেগে ওঠ এসেছে আহ্বান
অশ্রুহীন শুষ্ক আঁখি "হাজেরার" জাগো মাতৃপ্রাণ
নিষ্করুণ অকম্পিত প্রাণে
আজি এই মীনার ময়দানে
লক্ষ কোটী "ইস্মাইল" তরুণের তপ্ত তাজা প্রাণে
জাগা'য়ে তুলিতে হবে ঈদের বোধন।
"জাহান্নাম"-যাত্রী-ভীরু ওরে কাপুরুষ কাণ পেতে শোন্
ঘূর্ণী-ঝঞ্ঝা উচ্ছৃঙ্খল ধ্বংস-রোলে সৃষ্টি বিধূনিয়া
কার কণ্ঠ ছিঁড়ে "রক্ত চাই" তীব্র বাণী উঠিছে রণিয়া;

সপ্ত-সিন্ধু ফেনায়িত পিঙ্গল ফণায়
গর্জ্জি' ধায়—
বজ্র-বিষ অগ্নিশ্বাসে "রক্ত চাই," "রক্ত চাই" রোলে!
দিগন্ত দুনিয়া দোলে,
সৃষ্টিমূল প্রকম্পিয়া প্রতিধ্বনি জাগিছে বাণীর
রুধির! রুধির!!

* * *

ত্যাগ-পন্থী-"ইস্মাইল" সবুজ তরুণ
নব জীবনের আশে রঙিন অরুণ
যুগে যুগে এ আহ্বানে জেগেছিস্ তোরা
আজিও জাগর যুগে খুলে দে রে শোণিতের উন্মাদিনী ঝোরা।
তাজা খুনে লালে লাল হ'য়ে যাক "মীনা"র ময়দান,
মরণের আলিঙ্গনে হ'ক পুন জীবনের নব অভ্যুত্থান

কলিকাতা, ১৩৩১



শহীদে কারবালা

দামামার দম্‌দম্‌ তূর্য্যের বাজনা
থেমে গেছে, স্তব্ধ সে মৃত্যুর সাহানা।
ছায়াময়ী সন্ধ্যা সে নামে ধীরে বিশ্বে
নিভে যায় আলো-রেখা আঁধারের দৃশ্যে।

রক্তে নহর বয় কারবালা-বক্ষে
অশ্রুর ধারা ঝরে প্রকৃতির চক্ষে।
সন্ধ্যার আস্‌মান্‌ উঠিয়াছে রাঙিয়া
শহীদের খুন যেন দিয়েছে কে ঢালিয়া।

ওকে বীর ধেয়ে যায় ফোরাতের কুলেতে
উন্মাদ পিপাসায় কর চাপি বুকেতে?
মণি-দীপ ওযে গো হজরৎ বংশের
দুষ্‌মনে খেদায়ে করে ধরি' শমশের—

ফোরাতের বারি পানে শীতলিতে পরাণী
চলে দ্রুত, ঘর্ম্মেতে সিক্ত সে পেশানী।
ও কি পুন! স্বাদুনীরে অঞ্জলি ভরিয়া—
মুখে তুলি পান বিনা দিল যে ও ফেলিয়া।

ফুলে উঠি কেন ওই অঙ্গের বসনে
উন্মোচি' একে একে ভূতলের শয়নে
ঢালে দেহ বীরবর বীরসাজ ত্যজিয়া
শ্রান্ত কি কেশরী ও পড়িয়াছে ঢলিয়া—

জম্বুক সংগ্রামে ? হুঙ্কারি নিমেষে
কেরে তুই নির্ম্মম ধেয়ে এলি কি বেশে ?
কি করিস ! কি করিস ! রে ঘাতক কেমনে
বসিলি রে নির্ভয়ে ও ছাতির আসনে !

কোন্ প্রাণে নির্ম্মম নূরানী ও অঙ্গে
বসিলি রে উল্লাসে দানবের ভঙ্গে ?
ওকি পুন খঞ্জরে রক্তের ফিন্‌কি !
মনে নাই রে—ঘাতক হাসরের দিন কি ?

ওই শোন্ ক্রন্দনে বেজে ওঠে দুনিয়া—
হায় ! হায় ! হা হোসেন ! আস্‌মান চুনিয়া—
খুন্ ঝরে প্রান্তরে জান্নাৎ নিঙাড়ি,
কল্লোলে কাঁদে নদী সৈকতে আছাড়ি ।

নূরনবী হজরৎ নিশিদিন যাহারে
চুমিতেন বুকে ধরি, সস্নেহে আদরে,
সেই আজি প্রান্তরে রক্তের শয়নে
আছে শুয়ে পাণ্ডুর জ্যোতি-লেখা নয়নে।

করিলি কি নির্দ্দয়! ফুৎকারে নিভালি
প্রোজ্জ্বল দীপখানি, ইস্‌লামে ডুবালি!

কলিকাতা, ১৩২৭

মহরম

রুদ্র দুপর চলে আফ্‌তাব শিরে ঝলে,
ছুটে জ্বালা চৌদিকে ইঙ্গিতে মৃত্যুর,
কোন খানে নাহি চিন্‌ পানি এক বিন্দুর।
মরু-বালু ঝল্‌কায়
উন্মনা ছুটে চলে বাতাসের হল্‌কায়।

নাই পানি, নাই ছায়া জ্বল্‌-জ্বল্‌ মরুকায়া
কার্‌বালা প্রান্তর ঝাঁ ঝাঁ করে চৌদিক,
শান্তির রেখা নাই, সান্ত্বনা মৌখিক।
হাহাকার! হাহাকার!!
আজ বুঝি দুনিয়ায় জাগিয়াছে মহামার।

"দাও পানি জান্‌ যায়" ছাতি চাপি' পাঞ্জায়
কাত্‌রায় পানি বিনে আজি তারা শাহারায়
'শরাবন তহুরা'র সাকী যারা আখেরায়।
মা'র বুকে শুখা তন্‌
মিলে নাকো ফোঁটা দুধ, কাঁদে শিশু আন্‌মন।

কলেজার টুক্‌রা সে সন্তান এক পাশে
জবে-করা কবুতর ছট্‌ফটি' মরে হায়!
ফাটে শোকে মার প্রাণ, 'দাও পানি ছেলে যায়'
দিল বুকে জনকের
ফিরে এল কোলে শিশু বুকে তীর জহরের।

শত্রুর রণভেরী ফোরাতের সীমা ঘেরি'
বাজে ঘন গৌরবে দামামার দম্‌দম্‌
ঝঙ্কৃত মুহু মুহু অস্ত্রের ঝম্‌ ঝম্‌।
আস্ফালি হাঁকে বীর,
কম্পনে অরাতির পরাণী না মানে থির।

রক্তে 'নহর' বয় কোথা জয় পরাজয়
নিষ্ঠুর তাণ্ডবে রুদ্র সে নেচে ঘুরে
খাত্‌-উনে-জান্নাত আস্‌মানে আঁখি ঝুরে!
আল্লার বাঁধা শের
হুঙ্কার ছাড়ে রোষে, খুন চায় জালেমের।

'হা হোসেন' অকসাৎ নিদারুণ শেলাঘাত
মূর্চ্ছিতা মা-ফাতেমা জান্নাৎ-দরজায়
জুল্‌ফিক্‌কার ধরে 'শেরে খোদা' পাঞ্জায়।
আসমানে দুনিয়ায়
ক্রন্দনে বাজে শুধু "হা-হোসেন! হায়! হায়!"

এই সেই মহরম সে-দিনের সেই গম্‌
ভুলেছ কি মুস্‌লীম? 'দীন' তব ইসলাম,
সত্যের উপাসক তুমি 'ন্যায়-পয়গাম'
মুক্তির পন্থায়—
ছুটে চল নাশি এই মিথ্যা ও অন্যায়।

কলিকাতা, ১৩২৭

কঙ্কাল

তিমির রাত্রি অবসান ওই প্রাচীমূলে জাগে রবি
নব-প্রভাতের কনক-তোরণে গাহিয়া উঠিল কবি।
নিমিষে টুটিল মোহ ঘুমঘোর নিখিলের নর-নারী
শৈল-সাগর-মরু-দরী-বন লঙ্ঘিয়া দিল পাড়ি।
আকাশ-পরশী তুলিয়া শিখর গিরি সে রোধিল পথ,
রুদ্র সিন্ধু তুফানে নাচিয়া গ্রাসিতে আসিল রথ।
রুখিয়া উঠিল সাইমুমে মরু আঁধারিয়া দিকচয়
ঘেরি' দিগন্ত বনানী পথের চিহ্ন করিল লয়।
হটিলনা তবু নব-জীবনের যাত্রী জোয়ানদল
চূর্ণিত করি গিরির শিখর শোষিয়া সাগর-জল
কান্তার-মরু তাণ্ডবে দলি' দুর্ব্বার বলীয়ান
ছুটিল দম্ভে যুগ-মহিমার বিগ্রহ তেজীয়ান।
বিজয় ঝাণ্ডা আকাশে উড়িল, তূর্য্যে বাজিল গান,
ঘন কম্পনে পৃথ্বী নিখিল ঘোষিল সে অভিযান।

যুগের যাত্রী চলে' গেল সব, পড়ে' র'ল কঙ্কাল,
অন্ধকারের অতল পাতালে যুগ-যুগান্তকাল
মৃত্যু-নিশাস শ্বসিতেছে পড়ি' স্পন্দন নাহি জাগে;
প্রেতদল আসি ঘেরিয়া বসেছে পশ্চাতে পুরোভাগে।

নিমেষে নিমেষে বিভীষিকা হেরে—মৃত্যুর ফরমান
ওই এল বুঝি—মহা আতঙ্কে শিহরিয়া কাঁপে প্রাণ।
আবর্জ্জনার স্তূপতলে চায় বাঁচিতে লুকায়ে মুখ
প্রেতের মূত্র ন্যক্কার খেয়ে জীবনে গণিছে সুখ।

*

ওরে কঙ্কাল! ধরণীর চির জাগ্রত অভিশাপ!
নিখিল নরের যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত মহাপাপ!
গোরস্থানের জমিন আঁকড়ি' কতকাল রবি' আর
দুনিয়ার দেনা মেটেনি এখনো—জেগে ওঠ্ আরবার।
কবির কণ্ঠে তূর্য্য-মন্দ্রে জাগিয়াছে আহ্বান
কে আছ যাত্রী মুক্তি-পন্থে আগুয়ান—আগুয়ান!
ইরাণ তুরাণে দুন্দুভি বাজে হুঙ্কারে আফগান,
আল্‌বুরুজের পাদমূলে ওই গর্জ্জিছে শিস্তান।
রুদ্র কণ্ঠে হাঁকে মহাচীন তাজা খুনে চায় বলি,
সাইবীরিয়ার হিমানীর বুকে আগুন উঠেছে জ্বলি'।
তুই শুধু র'বি অ-নড় অ-সাড় আঁধারের জঞ্জাল
মহাপাতকের জাগ্রত ছবি অতীতের কঙ্কাল!
স্পন্দন বুকে জাগিবে না তোর, তপ্ত শোণিতধারা
ধমনীতে আর বহিবে না কভু—ও রে ও সর্ব্বহারা!
বিজলী-বজ্রে ঝলিবে না তোর দুধারি জুল্‌ফিকার
হায়দারি হাঁকে কাঁপিবে না আর ভিত্তি সে দুনিয়ার?
'ওমর' 'আলীর' 'খালেদের' খুন ধমনীতে বহে যার
যুগভেরীনাদে সে যদি না জাগে কে তবে জাগিবে আর?

দামামা-তূর্য্যে ওই বাজে শোন্ রুদ্রের আবাহন
দিগ্বিজয়ের নব-অভিযানে ঘন ওঠে গর্জ্জন।
মুক্তির মদে মত্ত পাগল ছুটেছে যাত্রীদল
বিপুলা পৃথ্বী ধ্বনিয়া উঠিছে কল্লোল কোলাহল।
বল্লম-নেজা দস্তে দারাজ গোর্জ্জের হাতিয়ার
খুন-খারাবীর জঙ্গী-জোয়ান জেগে ওঠ্ আরবার।
বন্ধন-হারা চির-বেদূঈন কে রোধিবে গতি তোর,
মরুর তুলাল জেগে ওঠ্ ও রে তিমিররাত্রি ভোর।
সম্মুখে তোর কান্তার-গিরি বিধূনিত পারাবার
তুর্ব্বার বলে চির-বলীয়ান পাড়ি দে রে আরবার

কলিকাতা, ১৩৩৪

ইয়ারমুক *

আল্লাহো আক্‌বার—
হুঙ্কারে আসোয়ার
দামামা-তূর্য্যে গর্জ্জন জাগে—আল্লাহো আক্‌বার
ইয়ারমূকের কলতরঙ্গ ধ্বনি' ওঠে বার বার—
আল্লাহো আক্‌বার!
আল্লাহো আক্‌বার!

ভেরী-তূরী নাকাড়ায়
খুনিয়ারা ছুটে যায়
দুন্দুভি-তালে রণতুরঙ্গ উল্লাসে নেচে চলে,
জঙ্গী-জোয়ান আসোয়ার পিঠে হাতিয়ার হাতে ঝলে।
আল্লাহো আক্‌বার!
ঘন মুখে হুঙ্কার!

ইরাক শিরিয়া শাম
মানিয়াছে পয়গাম
হিরাকিলিয়াস্ বে-ঈমান তবু আজো নহে নতশির
তাজা খুনে তার লালে-লাল হবে ইয়ারমূকের তীর;
খুঁজে ফেরে খুনিয়ার—
দুষ্‌মনে দুনিয়ার।

* ইয়ারমুক একটী নদীর নাম। বীরকেশরী খালেদ এই নদীর তীরে থিওডোরিকের নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হিরাক্লিয়াসের বিরাট রোমান-বাহিনীকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছিলেন।

খলিফার ফর্‌মান্‌
কোরবান্‌ কর্‌ জান্‌—
মওতের দারু মুস্‌লীম তাই প্রাণের পেয়ালা ভরি'
পিয়েছে আজিকে খুন্‌-খোশ্‌রোজে খেলিতে খুনের হোরি।
যায় যদি যাক্‌ প্রাণ
আসিয়াছে ফরমান্‌।

"হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার
অ্যায় মেরে খুনিয়ার"—
'শম্‌শেরে-খোদা' হাঁকিল খালেদ—হুঁশিয়ার খুনিয়ার!
দরাজ দস্তে ঝকিয়া উঠিল নাঙ্গা সে হাতিয়ার।
দামামার দম্‌দম্‌
বাজে রণবাজা ঝম্‌ঝম্‌!

পৃথ্বী সে টলমল
পশে বুঝি রসাতল
খুন-মাতমের রুদ্র নটনে খালেদ মেতেছে আজ
জালিম জাহেল দুষ্‌মন-শিরে ভাঙিয়া পড়েছে বাজ।
দুর্ম্মদ খুনিয়ার
নিস্তার নাহি কার।

খুন-খেগো খঞ্জর
ভেদে লাখো পঞ্জর
খুন-তরঙ্গে ফেনাইয়া ওঠে নীল পানি দরিয়ার
খুন-পিচ্‌কারী ছুটায় আকাশে খুন-রাঙা হাতিয়ার
সংহার—সংহার !
ওঠে রোল ডঙ্কার ।

তাণ্ডবে শবোপর
নাচিছে ভয়ঙ্কর
দম্ভ দাপটে সঘনে কাঁপিছে ভিত্তি সে ধরণীর,
ক্ষুব্ধ গরজে বাসুকী নোয়ায় হাজার ফণার শির
হুঙ্কার গর্জ্জন—
জাগে রুদ্রের নর্ত্তন ।

আস্ফালি' করবাল
ছুটিয়াছে মহাকাল
খুন চড়িয়াছে খালেদের শিরে কে রোধিবে গতি তার,
খুনের মৌজ তুফান তুলিয়া ফুঁসিছে দুর্নিবার ।
হাঁকে মহা মহামার
খঞ্জরে-জব্বার ।

শম্‌শের ঝল্‌কায়
বিদ্যুৎ নল্‌কায়
কম্‌জাত অরি বিভীষিকা হেরে খঞ্জর পড়ে টুটে,
কাঁচা শির তার জুদা হ'য়ে পড়ে দেহখানি ভূমে লুটে
রক্তের ঝর্‌ণায়
কবন্ধ তড়্‌পায়।

"দুষ্‌মন পয়মাল"—
দুনিয়ার দজ্জাল—
থিওডোরিকের পতাকা লুটায় ইয়ারমূকের কূলে
তা'রি পরে বীর-কেশরী খালেদ বিজয় ঝাণ্ডা তুলে
হুঙ্কারে "পয়মাল—
দুষ্‌মন পয়মাল"!

যুগান্ত সন্ধ্যায়—
সে-খালেদ আজি হায়!
কঙ্কালসার প্রেতের মূর্ত্তি জঞ্জালে ঢাকে মুখ,
ভুলেছে সে আজ রক্ত-স্মৃতির তীর্থ ইয়ারমূক
হায়! নসীবের একি ফের
কুত্তা বনিল শের!

মোরাবাদী হিল—রাঁচি, ১৩৩৪

নূরজাহান

অতীতের কোন্ পুণ্য যুগে—
মন্থিত জলধি-বক্ষে কল্পময়ী উর্ব্বশীর মত
বালূর্ম্মি-বিক্ষুব্ধ মরু করি শান্ত সুস্থিত সংযত
ফুটেছিলে ধরণীর বুকে
হে সুন্দরী জগজ্জ্যোতি ! ছিল সাথে অমৃতের দান ?
উঠেছিল বিশ্বকণ্ঠে উচ্ছ্বসিত আগমনী গান ?
কিম্বা রিক্তকরে মহাস্তব্ধতায়
নামিলে ধরায় ?

ছিলে তুমি স্বপন-রঙ্গিনী
অলকা-বিলাস-কুঞ্জে মন্দারের বিচিত্র শয্যায়
কল্পলতা তনুখানি হেলাইয়া লীলা-ভঙ্গিমায় ;
জ্যোতিস্নাতা আছিল সঙ্গিনী,
ইন্দ্রধনু দিত রচি' সপ্তবর্ণে মায়ারাজ্য খানি
পদতলে মন্দাকিনী গেয়ে যে'ত প্রাণের রাগিণী ;
গীতিগন্ধে পূর্ণ সমীরণ
করিত বীজন।

জ্যোতির্মূর্ত্তি হে নূরজাহান!
রূপহারা এ ধরণী ছিল পড়ি' মরুভূর প্রায়
শুষ্ককণ্ঠ স্পন্দহীন মহামৃত সৌন্দর্য্য-তৃষায়;
করুণায় বিগলিত প্রাণ—
দিলে দেখা হে রূপসি! বালুভূমে নিভৃতে গোপনে
নিরানন্দ প্রভাতের নিরুৎসব প্রথম লগনে;
সিকতায় লুটে জ্যোতি-দেহ
দেখিল না কেহ।

উৎসবের বাঁশরী-সঙ্গীত—
আনন্দের কলকণ্ঠ ঘোষে নাই মর্ত্ত্যে আগমন,
নিখিল-হিয়ায় তবু জেগেছিল সুরের কম্পন
উঠেছিল অস্ফুট ললিত—
এ বিশ্বের বীণাতন্ত্রে ভাবে-ভরা কুহকের গান,
ধরণীর কুল প্লাবি' ডেকেছিল সৌন্দর্য্যের বান।
বয়েছিল বাধাবন্ধহারা
নব ফল্গুধারা।

শুধু যুগজীর্ণ ইতিহাস—
অস্তিত্বের সাক্ষী তব—অয়ি রাণি রূপ-মহিমার!
ছন্দোহীন শুষ্কভাষে রসহীন ইতিবৃত্তকার
রেখে গেছে তোমার আভাস।

রহস্যের যবনিকা লুব্ধ চিত্তে করি উত্তোলন
দেখে নাই অন্তরালে সৌন্দর্য্যের শিখা চিরন্তন।
বাহিরের স্থূল আবরণ
নিত্য সাধারণ।

উজ্জয়িনীর তটিনী-বেলায়
ধ্যানমৌনী কালিদাস দেখে নাই মানস-নয়নে
বিমোহিনী ও মূরতি, মালিনীর তটকুঞ্জবনে
আঁকে নাই তুলির লীলায়
কম্রমূর্ত্তি শকুন্তলা নগ্নছবি কানন-ঈশ্বরী।
কবির অজ্ঞাত তুমি কাব্যচ্যুতা কল্পমধুকরী
রূপগর্ব্বে তবু গরীয়সী
অয়ি মহীয়সি!

অতীতের অন্ধকার দূরি'
গৌরবের পূর্ণশশী জগজ্জ্যোতি ওঠ আরবার,
অতল অকূল—ভেদি' বিস্মৃতির মহাপারাবার
তমসায় দীপ্ত জ্যোতি স্ফূরি'।
বিপুল পুলকে কবি মানসীর রূপে লবে বরি'
সৌন্দর্য্যের সুমেরু-শিখরে মহীয়সী রাজরাজেশ্বরী—
মোগলের যুগ-তিলোত্তমা
অয়ি অনুপমা!

দিল্লী, ১৩২৬

শাজাহানের প্রতি

মৌনী ভাষা, সম্বোধি' কেমনে তোমা হে সম্রাট, কবি
প্রণয়ের ! অক্ষম কল্পনা আজি—হে মোগল-রবি !
অভিধান কি দিব তোমার ? রত্নসৌধকিরীটিনী
শ্যামাম্বরা ধরণীর আছিলে সম্রাট, বিজয়িনী
শক্তি তব দিশি দিশি করিল প্রচার প্রভুত্বের
মহিমা অপার। শুষ্ক এই বার্ত্তা শুধু মহত্বের
তব—যুগজীর্ণ ইতিহাস করিছে ঘোষণা ; আর
কিছু নয়। কিন্তু হায় ! যুগদর্শী প্রেমদৃষ্টি কার
নির্নিমেষ কালজয়ী চেয়ে আছে অনন্তের পানে,
কি মহান্ কোমল হৃদয় লুক্কায়িত সঙ্গোপনে
প্রভুত্বের কঠোর অম্বরে, সাম্রাজ্যের অন্তরালে
প্রেমের অমরাবতী, অস্ফুট সঙ্গীতে তালে তালে
কলনৃত্যে বহে যেথা গুপ্ত মন্দাকিনী,—ফল্গুধারা
যথা বহে ধরণীর অন্তস্তলে বাধাবন্ধহারা।
বুঝে না কেহই, স্থূলদৃষ্টি ফিরে আসে প্রতিহত
বাহ্য-আবরণে ;
থাকুক অন্যের কথা, অবিরত
শুষ্কপত্রে জীর্ণ ইতিহাসে খুঁজে যারা রসহীন
তত্ত্বের সন্ধান, কি কাজ তাদেরে লয়ে ? অন্তহীন
মৌনী প্রকৃতির গোপন রহস্য-কথা বুঝিবার
কোথা অবসর ?

ধরণীর বুকে প্রেম-মহিমার
আছিলে সম্রাট তুমি,—জানি আমি হে মোগল-রাজ
রূপহীন প্রণয়েরে দিয়েছিলে অপরূপ সাজ।
ছিল্ প্রেম কবির কল্পনা, ভাবময় অর্থহারা
শব্দের ঝঙ্কার, আকাশ-কুসুমসম বর্ণগন্ধহারা ;
মূর্ত্তি ধরি ফুটিল সে সাধনে তোমার,—এ বিশ্বের
প্রমূর্ত্ত বিস্ময়। চিরন্তন রবে প্রেম জগতের
বুকে অনন্তের সাক্ষীরূপে, যুগ-যুগান্তর ধরি
প্রণয়ের পুণ্যগাথা হবে গীত দিগন্ত মুখরি'—
ছিল এ সাধনা তব ; সিদ্ধ তুমি মহাসাধনায়।
উজ্জ্বল তোমার স্মৃতি পুণ্যপূত সগৌরবে ভায়
প্রেমিকের হৃদয়-নিভৃতে। তাই তব প্রণয়ের
সিংহদ্বার-তলে অশ্রু-আঁখি দীন কবি মরমের
নিবেদন ল'য়ে নতশিরে দাঁড়াইয়া আজি। দাও
বিন্দু সিন্ধু হ'তে দেব, আজন্মের কামনা পূরাও।
করুণায় প্রেমামৃত বিন্দুধারা করহ সিঞ্চন,
শুষ্ককণ্ঠ চাতকের পূর্ণ হ'ক চির-আকিঞ্চন।

আগ্রা, ১৩২৯

তাজমহল

যুগ-যুগান্তর ধরি' মৌন মূক দাঁড়াইয়া তুমি
হে অম্লান গৌরবের তাজ!
কি কথা জানাও কারে? নীরব ইঙ্গিতে অন্তরের
গোপন-প্রদেশে পুঞ্জীভূত লুপ্ত শত বরষের
করুণ কাহিনী যত আজ—
চাহ কি বুঝাতে কারে? কিম্বা তুমি চিত্রিত স্বপন,
ঘিরে আছ বিশ্বের অঙ্গন?

কলোর্ম্মিচঞ্চলা নীলা ধায় দূরে অনন্তের পানে
প্রতিবিম্ব বক্ষে ধরি' ছলছল করুণার তানে
গাহি' গান সারা নিশিদিন।
দূরশ্রুত বংশীধ্বনিসম মধুগন্ধ বায়ু-স্রোতে
ভেসে আসে স্বপ্নবাণী বিস্মৃতির পরপার হ'তে
অতি মৃদু অর্দ্ধস্ফুট ক্ষীণ;—
সৌদামিনী-নৃত্যলীলা-সম ক্ষণস্থায়ী; পুন হায়!
দীর্ঘশ্বাসে মিলাইয়া যায়।

ভঙ্গুর এ অস্ফুট স্বপন সত্য ছিল কোন'দিন,
সাক্ষী তুমি—শতাব্দীর ধ্যানমৌন হে নিত্য নবীন
গৌরবের মহিমার তাজ!
তাই বুঝি বেষ্টি' তোমা মর্ম্মন্তুদ বিয়োগ-যাতনা,

অশ্রুমাখা করুণ সঙ্গীত এক অপূর্ব্ব কামনা
যুগ-যুগ করিছে বিরাজ।
চরণ-চুম্বিনী নীলা যমুনার মৃদু কলধার
তাই বুঝি তুলে হাহাকার !

প্রস্তরে গঠিত কায়, চারুশিল্প মাত্র ভাস্করের
কে বলে তোমারে তাজ ? পুঞ্জীভূত অশ্রু প্রণয়ের ;
তুমি তাজ প্রেমের স্বরূপ ।
পঞ্জরের অস্থি সনে মিশাইয়া হৃদয়-শোণিত
গড়িল সম্রাট তোরে—প্রণয়ের শরীরী সঙ্গীত।
প্রেম নহে ভঙ্গুর অরূপ,
অব্যয় শাশ্বত প্রেম অমরার দীপ্তি-সমুজ্জ্বল,
ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ কাম্যফল।

শতাব্দীর মহাসাক্ষী যুগ-স্মৃতি-পরিস্নাত
সৌধরূপী হে মূর্ত্ত প্রণয়!
হেরি তোরে কাঁদে প্রাণ, আজি তুই সমাধি-শ্মশান,
বেষ্টি' তোরে ঘোরে নিত্য হতাশার করুণার গান।
সকলি পেয়েছে লয়,
তুই শুধু কালজয়ী ধ্বংস-বুকে শুভ্র দীপ্ত ভাল
গৌরবের অমর কঙ্কাল।

আগ্রা, ১৩২৯ সাল

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

হে সৌম্য, হে কান্ত, ভারতের যুগদর্শী হে সন্ন্যাসী
নব ! অভিধান কি দিব তোমার ? ভূলোক-প্রবাসী
তুমি দ্যুলোকের দূত, সম্বোধিতে তোমা কোথা ভাষা
মানবের ? কল্পনা ধরিতে নারে, ফিরে আসে আশা-
হত মৌনী নতমুখ। কত উচ্চে হে মহর্ষি ! ক্ষুদ্র
স্বার্থে-ঘেরা এই পাপের সংসার—পিশাচের রুদ্র
নৃত্যে নিত্য টলমল্. হেথা হ'তে কোথা—কতদূরে
তোমার আসন ? সীমার বাহিরে কোন্ কল্পপুরে ?

পুণ্যময়ী এ ভারত মাতৃভূমি তব—হোমপূত
শান্তি-তপোবনে যার, মিলিত তাপস-কণ্ঠে প্লুত
গীতধ্বনি মহাব্যোম করিত মুখর, গৌতমের
স্মৃতির সৌরভে দিগন্ত মোদিত যার, জগতের
জ্ঞান-গুরু আচার্য্য শঙ্কর, দ্বৈপায়ন বেদকবি
লভিলা জনম যেথা, দীপ্ত জ্যোতিষ্মান ব্রহ্মরবি
কপিলের রুদ্রতেজ প্রকট যেথায়, কল্পনার
লীলা-সহচর বাল্মিকী কালিদাস অমর উদার

ছন্দে গাহিল সঙ্গীত, নিজাম চিস্তীর পদে পূত
যার প্রতি ধূলিকণা—

দেবতীর্থ সে-ভারতে ভূত
গরিমার বার্ত্তাবহ দিলে দেখা হে ঋত্বিক তুমি
যুগ-শঙ্খ-করে—গৌরবের দীপ্তছবি, মাতৃভূমি
পুণ্যক্রোড় উজলি প্রভায়, শুনাইলে সেই গান —
অতীত কালের কণ্ঠে বেজেছিল যাহা সুমহান্
মেঘমন্দ্র স্বরে ; কম্পিত মূর্চ্ছনা যার নীলিমায়
সমীরণে নিত্য লীলায়িত, উরমি-কল্লোলে গায়
জাহ্নবী-যমুনা যার অস্ফুট আভাস চির নিশি-
দিন। অতীত এসেছ ফিরে, আলোক-সঙ্গীতে
দিশি পূর্ণ মুখরিত।

মহিমার সুমেরু শিখরে আজি
দাঁড়ায়েছ হে মহামানব নবীন সন্ন্যাসী সাজি।
জাগে মনে গৌতমের লীলা —সংসার-বিরাগী যেন
নৃপতির আনন্দ-দুলাল। কে দেখেছে কোথা হেন
ত্যাগের সাধনা আর ? স্থির জ্যোতি প্রশান্ত বদনে,
ধরণীর ক্ষুদ্র স্বার্থ অনাদরে লুটায় চরণে।
এক করে শান্তি-কমণ্ডলু, পূর্ণ পাত্র সুধা আরে,
ত্রিংশ কোটী শুষ্ক কণ্ঠে ঢালিতেছ কোটী লক্ষধারে।

*   *   *   *

যুগের আশীষ সম ভারতের শিরে হে রাজর্ষি
পড়েছ খসিয়া তুমি, অবসান মহা অমানিশি—
প্রাচীমূলে অরুণ আভাস। তাই তব মহিমার
তলে ভাবমুগ্ধ আত্মাহারা কবি। রয়েছ ভাষার
পারে, সঙ্গীতের সাধ্য কোথা ধরিবে তোমায়,
সাধনার বীণা তাই হতাদরে ভূতলে লুটায়।
মৌনকণ্ঠ দাঁড়ায়ে নীরবে, কি গান গাহিব আর,
শুনেছি মুক্তির বাঁশী আর কিবা আছে কামানার!

কলিকাতা, ১৩২৮

পদ্মার প্রতি

সার্থক জনম আজি, অয়ি পদ্মা আজন্ম-বাঞ্ছিতা
রুদ্র নৃত্যে লীলাময়ী, লয়ঙ্করী চির-আন্দোলিতা !
প্রত্যক্ষ করিনু তোমা। কৈশোরের মুকুল জীবনে
ছন্দে-গাঁথা পেয়েছি আভাস তব ; বিরলে বিজনে
উৎসুক আকুল আঁখি খুঁজেছে আমার— কবিতার
প্রতি ছত্রে সিন্ধু-সহচরী অয়ি ! স্বরূপ তোমার।
উন্মুখ যৌবনে রঙিন স্বপন দিয়ে কল্পনার
চিত্রপটে এঁকেছি তোমারে আমি কত শত বার
লুব্ধ আশে ব্যগ্র কামনায়। পড়িয়াছি তন্দ্রাবেশে
ঢুলে, স্বপ্নে দেখি তুমি অধিষ্ঠান। কোন্ দূর দেশে
সীমাহারা চলে গেছ, উজ্জীবিয়া নবীন জীবনে
তৃষাতুরা মরু-ধরণীরে। তীরে তীরে নিরজনে
শ্যামলিমা ঢুলে,—অনুকারি' তব তরঙ্গ-হিল্লোল ;
আঁকিয়াছ বিরাট প্রলয় কোথা, উত্তাল উল্লোল-
ময় তাণ্ডব উল্লাসে, বিক্ষুব্ধ গর্জ্জনে প্রকম্পিয়া
ধরিত্রীর নগ্ন হিয়াখানি। নিদ্রাভঙ্গে উন্মীলিয়া
আঁখি চাহিয়াছি আকুল আগ্রহে, পাইনি তোমারে।
মিশায়ে গিয়াছ কোথা রঙ্গময়ী দৃষ্টি-পরপারে।
হতাশায় ক্ষুব্ধ চিত্তে বলিয়াছি "এ জীবন কেন
মোর হ'লনা স্বপন"।
বিজন সন্ধ্যায় আজি যেন
মনে হয় ফলিয়াছে আকাঙ্খার বাণী। সেই তুমি

জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য মোর—প্রক্ষালিয়া তটভূমি
বহিতেছ সম্মুখে আমার, সীমাহীন সুদূরের
পানে—অপরূপ বিচিত্র বিলাসে। অনন্তপুরের
তুমি রঙ্গিনী নায়িকা, উলসিত বিলোল নর্ত্তনে
কভু যাও হিল্লোলিয়া তনুখানি কল্লোল-গুঞ্জনে,
কভু উন্মত্তা ভৈরবী প্রলয়ের ক্ষিপ্তা সহচরী
অট্টহাসে মহাকাল ধূর্জ্জটীর যোগ ভঙ্গ করি'
বিরাট ধ্বংসের সনে নৃত্য কর উদ্ভট উল্লাসে।
সঘন কম্পনে মূর্চ্ছিতা মেদিনী পড়ে, মহাত্রাসে
দেবদৃষ্টি মুদে আসে, রুদ্ধ হয় নন্দন-তোরণ,
নাগলোকে সঙ্কুচিত বাসুকীর ফণা।

চিরন্তন

এ লীলা তোমার—অবিশ্রান্ত অবারিত চলিয়াছে
যুগ-যুগ ধরি কাহার উদ্দেশে ? ওই মিশিয়াছে
যেথা দূরে—বহুদূরে অন্তহীন নীলিমার তীরে
ধরণীর শ্যাম সীমা-রেখা ; যার প্রান্ত হ'তে ফিরে
আসে উৎসুক নয়ন,—সেথা কি বাঞ্ছিত তব আশা-
পথ চাহি ? মিলন-ব্যাকুলা তাই অর্থহারা ভাষা
নিয়ে ছুটিয়াছ চিরনিশিদিন উচ্ছৃঙ্খল গানে,
লীলাচ্ছলে নূতন করিয়া গড়ি জীর্ণ পুরাতনে,
নূতনেরে করি পুরাতন।

কত কথা পড়ে মনে

শ্যামল সৈকতে তব আজি এই সন্ধ্যার বিজনে।

আদিম নায়িকা তুমি মহাবিশ্বে সৃষ্টি-নীলিমায়,
বিহর' অনন্ত-বুকে অপরূপ ললিত লীলায়।
প্রথম প্রভাত-স্বপ্ন ফুটিতেছে তোমারে ঘেরিয়া,
প্রথম কিরণচ্ছটা পড়িতেছে গণ্ডে বিকীরিয়া।
আবার হারায়ে যায়, হেরি তুমি ভীষণা ভৈরবী
মাতিয়াছ বিষাণ-হুঙ্কারে, সৃষ্টির শ্যামল ছবি
অসীমের পট হ'তে লক্ষ করে দিতেছ মুছিয়া।
ধারণা ধরিতে নারে, সভীতি-বিস্ময়ে মুগ্ধ মম হিয়া।

*   *   *

জন্ম হ'তে মহা-আকর্ষণে টানিয়াছ মোরে যেন
তীরতলে তব, কিন্তু প্রত্যক্ষে যা' দেখিলাম—হেন
অপরূপ ছবি, প্রমূর্ত্ত বিস্ময়—হে পদ্মা আমার!
কল্পনার তুলি মোর পারেনি আঁকিতে। এ অপার
রহস্য তোমার, যুগযুগান্তর ধরি' এ বিচিত্র
উদ্দাম নর্ত্তন—কোথা এর পরিণতি? একি চিত্র
অপূর্ব্ব অদ্ভুত বিশ্বপটে রেখেছ ফুটায়ে? কবে
কোন্ দূর ভবিষ্যতে এ পট ভাঙিয়া যাবে, রবে
শুধু শূন্য নীলিমায় ক্ষুব্ধ সমীরণ; এ ছবি কি
মুছিবে তখন? রঙ্গলীলা চিরতরে ফুরাবে কি?
কিম্বা রবে চিরন্তন ধ্বংস-বুকে কালের বিভ্রমে,
সৃষ্টির অন্তিম স্মৃতি জাগাইতে শিল্পীর মরমে।

চাঁদপুর—পদ্মাতীর, ১৩৩০

পণ্ডিত ও মূর্খ

উন্নতশির অশথের মূলে
পুণ্যসলিলা অজয়-তীরে
গৈরিক-পরা ভিক্ষুক যোগী
নীরবে আসিয়া দাঁড়াল ধীরে।

সূর্য্য তখন অস্ত-চূড়ায়
রঞ্জিত বিভা নদীর জলে,
বিদায়ের গান শ্রান্ত দিবার
কল্লোলে গাহি' তটিনী চলে।

মুগ্ধ ধরণী অনিমিষে চাহি'
বহিয়া যেতেছে আলোক-স্রোত,
ছিন্ন জলদে পিঙ্গল বিভা
প্রখর দৃষ্টি করিছে রোধ।

সিদ্ধ পুরুষ নীরবে দাঁড়া'য়ে
চাহিল ক্ষণেক সুদূর পানে
সান্ত সহিতে যেথা অনন্ত
মিশেছে মন্দ্র মিলন-গানে।

ধীরে ধীরে পরে পাতিয়া আসন
বসিয়া বিজন অশথ-মূলে,
অন্তিম করে রঙ্গিল রবি
সিদ্ধ যোগীরে নদীর কূলে।

অঙ্গের জ্যোতি পড়িল ছড়া'য়ে
মৌন নিথর তটিনী-নীরে,
ডুবিতে ডুবিতে সান্ধ্য তপন
দেখিল বারেক চাহিয়া ফিরে।

হেনকালে সেথা তর্কভূষণ
বিদ্বান মহা জ্ঞানের খনি,
সর্ব্ব শাস্ত্রে অতুল দক্ষ
পণ্ডিতকুল-শিরের মণি

দাঁড়াল আসিয়া বিপুল দম্ভে
শতেক ভক্ত শিষ্য সনে ;
বিস্ময়ে যোগী তুলিয়া নয়ন
হেরিলা 'ভূষণ-ভক্তগণে।

মাসাধিক কাল সিদ্ধ জনেক
কর্ম্ম সমাপি' নিত্য ফিরে,—
যাপিতে রজনী অশথের মূলে
অজয় নদের পুণ্য তীরে !

মুক্ত আত্মা চণ্ডালে কিবা
শূদ্র বামুনে না করে ভেদ,
সবাই তার আপনার জন
সমান তাহার কোরাণ-বেদ।

তর্কভূষণ শুনিল যখন
এই সংবাদ ভক্তমুখে,
নিদারুণ ক্রোধে অঙ্গ জ্বলিল
হৃদয় ফাটিল ঈর্ষ্যা-দুখে।

কহিল গরজি'—"হেন অনাচার
গ্রামের প্রান্তে হ'তেছে সব,
এতদিন তবু বল নাই মোরে
মূর্খ তোমরা কি আর কব!

"দেখিব তাহারে কেমন ভণ্ড
কোন্ সে শাস্ত্রে দেখেছে নীতি
শূদ্র-চাঁড়ালে ব্রাহ্মণ-সুতে
তুল্য ভাবিয়া করিতে প্রীতি।"

রুদ্র মূর্ত্তি ধরিয়া সরোষে
শাস্ত্র বিধান সঙ্গে ক'র,
ভক্ত শিষ্য সহিতে 'ভূষণ'
চলিল পল্লী-প্রান্ত ধরি'!

সিদ্ধ পুরুষ নয়ন মুদিয়া
বসিয়া অজিন-আসন পরে
তিমিরের ছায়ে তটিনী অজয়
চলেছে গাহিয়া কলোল-ভরে।

বিস্মিত যোগী চাহিল যখন
পণ্ডিত-মুখে নয়ন তুলে',
বুঝিল তখন কোন্ সে কারণে
শাস্ত্রী এসেছে নদীর কূলে।

কহিল না কিছু, মৌন রহিল
অধরে ঈষৎ হাসির রেখা;
ক্রোধেতে অধীর তর্কভূষণ
জ্বলিল নয়নে অগ্নিলেখা।

সরোষে গর্জ্জি কহিল—“ভণ্ড!
জাননা হেথায় নিবাস মোর,
কোন্ সে সাহসে দেখাস্ এখানে
ঘৃণ্য ম্লেচ্ছ আচার তোর!”

তথাপি নীরব নিশ্চল সাধু
হাসিটুকু শুধু অধরে ফুটে,
দীপ্ত শান্ত ধেয়ান মূরতি
মোক্ষ মুক্তি চরণে লুটে।

ঘনীভূত ছায়া সন্ধ্যারাণীর
ঢাকিয়া দিয়াছে ধরার বুক,
বঙ্কিম রেখা পঞ্চমী শশী
ঢালিছে মরতে আশীষ মূক।

রজত লহরে সমুখে অজয়
নৃত্যভঙ্গে গাহিয়া চলে,
ধূসর ছবিটী নয়নে খেলিছে
পারের শ্যামল বনানী-তলে।

দণ্ড কাটিল, তবু না ফুটিল
তাপসের মুখে একটী বাণী
স্পন্দনহীন স্থাণুর মতন
গম্ভীর মূক মূরতিখানি।

পণ্ডিত ভাবে—উন্মাদ বোবা
নিশ্চয় এই ভিখারী হবে,
কঠোর প্রশ্ন শুনিয়া নচেৎ
মৌন অটল কেন বা রবে।

ভাবিতে ভাবিতে তর্কভূষণ
দেখিল বারেক সমুখে চাহি'
ওপার হইতে বহু নরনারী
আসিছে সবেগে তরণী বাহি'।

চাহিয়া রহিল পণ্ডিতবর
বিস্মিত দুটী নয়ন তুলে';
দেখিতে দেখিতে আরোহী সমেত
নৌকা আসিয়া লাগিল কূলে।

উতরি' বেলায় যত নরনারী
হস্তে বহিয়া অন্ন থালি,
ভক্তিবিনত হৃদয়ে আসিয়া
যোগীর চরণে ধরিল ডালি।

স্মিতমুখে সাধু তুলিয়া নয়ন
চাহি একে একে সবার পানে,
ইঙ্গিতে কহি' নামাতে ভোজ্য
সঙ্গীত ধরে মধুর তানে।

পণ্ডিত ভাবে—বোবা নহে এই
বদ্ধ পাগল বুঝিনু মনে,
নতুবা কেন এ শূন্যে চাহিয়া
সঙ্গীতে রত আহার-ক্ষণে।

সহসা জনেক চণ্ডাল আসি
দাঁড়াল সেথায় সাধুর পাশে,
তাহারো হস্তে অন্নের থালি
এসেছে প্রভুর পূজার আশে।

নীরব হইল সঙ্গীত ধ্বনি
চাহিল তাপস নয়ন তুলে,
চণ্ডাল-সুত প্রণমি' অন্ন
রাখিল সাধুর চরণ-মূলে।

কহিল বিনয়ে হস্ত যুড়িয়া
"পূজিতে চরণ এসেছি প্রভু !
চণ্ডাল-কুলে জনম আমার
সাধুর করুণা পাইনি কভু।

"কত কাল হ'তে হয়েছে মনন
করিতে সাধুর চরণ সেবা
চণ্ডাল আমি ঘৃণ্য সবার
করুণা আমারে করিবে কেবা ?

"পরশে আমার নরকে গমন,
শাস্ত্রবিধানে আছে এ কথা,
তাই দূর দূর করে সবাই আমারে
বোঝেনা কেহই মরম-ব্যথা।

"ভিখারী আসিয়া ফিরে নাহি যায়
শুনেছি প্রভুর করুণা-দ্বারে,
বড় আশা করে' আসিয়াছি তাই
ধোয়াতে চরণ নয়ন-ধারে।"

শুনিয়া তাপস হস্ত তুলিয়া
কহিল মধুর গভীর ভাষে,
"পূর্ণ হইবে সে আশা তোমার
এসেছ হেথায় আজি যে আশে।

"তোমারি অন্ন সর্ব্ব-অগ্রে
করিব গ্রহণ আজিকে আমি,
ভক্তপ্রবর, তোমারি পরশে
মুক্তি কিনিবে আজি এ কামী।"

বলিতে বলিতে দুবাহু বাড়া'য়ে
উঠিল দাঁড়ায়ে তাপস বীর
মুক্ত বক্ষে জড়ায়ে ধরিল
চণ্ডাল-সুতে—সৌম্য ধীর।

সম্মুখে হেরি ঘৃণ্য আচার
গর্জ্জি' ভূষণ সরোষে বলে—
"আরেরে ভণ্ড মূর্খ ভিখারি!
লভিবি শাস্তি আচার-ফলে।"

মধুর হাস্যে পণ্ডিতে চাহি'
কহিল তাপস শান্ত ভাষে—
"আত্মবন্ধুবিহীন ভিখারী
শাস্তিতে তার কি যায় আসে?

"অধম মূর্খ—বিদ্বান নহি,
শাস্ত্র বিধান বিচার নাই,
বিশ্ব আমার জনম-নিলয়
মানুষ মাত্রে আমার ভাই।"

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

ফিরে চাও

ফিরে চাও, ফিরে চাও তুমি
করুণ কাতর কণ্ঠে ডাকে জীব হে চিরমঙ্গল!
দুঃখ দৈন্য অত্যাচারে দীর্ণ বক্ষ জর্জ্জর বিকল,
বিশ্ব অগ্নিভূমি।
হে দেবতা, ফিরে চাও তুমি।

কোটী কণ্ঠে উঠে হাহাকার;
বিদারিয়া মহাব্যোম মর্ম্মভেদী তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
তোমার আসন-তলে লুটে সদা হে নিত্যবিকাশ!
তবু নির্ব্বিকার,
অনুদ্বেল করুণা পাথার?

দগ্ধ ধরা দারুণ দহনে,
থেমে গেছে পরিপূর্ণ আনন্দের উচ্ছল রাগিনী।
বিশ্বের আঙিনা মাঝে জীর্ণবাসা শান্তি বিষাদিনী
কম্পিত সঘনে—
অশান্তির প্রবল তাড়নে।

রুদ্রতেজে নিকুঞ্জ মলিন,
শুকায়েছে ফুলবালা অলিকুল বিষাদে নিশ্চল।
পিক কণ্ঠে নাহি আর সুললিত সঙ্গীত তরল।
শুধু দীর্ঘ নিশি দিন
হা হুতাশ শূন্যে হয় লীন।

ছুটে জীব দিগন্তের পানে—
অন্নহীন, বস্ত্রহীন, জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কাল মূরতি,
শুষ্ক কণ্ঠে "হা অন্ন" "হা অন্ন" শুধু, নাহি অন্য গতি-
ক্ষুধার তাড়নে
ঘৃণ্য দাস্য যাচে সকরুণে।

কবে কোন্ দূর ভবিষ্যতে
গভীর কল্লোল তুলি বিশ্ব মাঝে জাগিবে প্রলয়,
শ্যামাম্বরা এ ধরণী রেণু প্রায় পাইবে বিলয়;
দীপ্ত অগ্নি রথে
দগ্ধ আত্মা যাবে শূন্য পথে।

কেন তবে অকালে এখন
নিদারুণ সে যন্ত্রণা, মর্ম্মন্তুদ অসহ্য বেদনা;
জীব কণ্ঠে কেন উঠে 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' করুণ প্রার্থনা!
হে বিশ্বশরণ!
কেন এই অকাল নিধন?

আর জ্বালা সহিতে না পারে—
তোমারি সৃজিত জীব হে দেবতা! তোমারি সন্তান
কেমনে দেখিছ তার শীর্ণ ক্লিষ্ট পাণ্ডুর বয়ান
মমতার দ্বারে
বাজে নাকি আঘাত তোমারে ?

স্বেচ্ছাচার উৎপীড়ন যত
ফুৎকারে উড়ায়ে দাও ধরা হ'তে নিমেষ মাঝারে,
মত্ত অত্যাচারে নির্ব্বাসিত করে' দাও দিগন্তের পারে
অনিয়ম শত
লুপ্ত হ'ক বিশ্ব হ'তে জনমের মত।

ধুয়ে ফেল মুছে ফেল জ্বালা,
ঝরুক অশ্রান্ত ধারে স্বর্গ হতে শান্তি-শত ধারা
বিষাদিনী দিগঙ্গনা নবোল্লাসে হ'ক পুষ্পহারা।
ধরিত্রী শ্যামলা
ধন ধান্যে হউক উজলা।

ঝরিয়া, মানভূম, ১৩২৭



বসন্ত

মধুর প্রভাতে আজি অরুণ কিরণে এস নামি'
হে বসন্ত ঋতুকুলস্বামী !
উজলি' কিরীটালোকে অন্ধকার এ বিশ্বের সীমা,
কাননে, পুষ্পিত কুঞ্জে জাগাইয়া সৌরভ-মহিমা ;
নন্দনের আলোক-গরিমা, মন্দাকিনী-কলগান
ফুটাইয়া, জাগাইয়া এস তুমি মধুর মহান্ !
নিশি অবসান।
প্রভাত-আলোকে মধুর মন্থর গতি
এস ঋতুপতি !

সঙ্গীত সুরভিময় এস তুমি অমরার দ্যুতি
হে বসন্ত নবীন অতিথি !
ঝলকিছে দিনমণি ওই দূর পূরব দিগন্তে,
স্বর্ণ-মুখী হাস্যময়ী ওই উষারাণী ; নিঠুর হেমন্তে
আছিল বিবশ জড়, শিশিরের শীতল সিঞ্চনে—
জাগরিত আলোক-পুলকে আজি তব আবাহনে।
বিরহের অবসানে
নব ছন্দে, বর্ণ-গন্ধে আনন্দ-সঙ্গীতে
এস এ প্রভাতে।

সুদূরের স্বপ্নসখা—স্বরগের সদানন্দ দূত
হে বসন্ত কল্পনার সুত !
মুকুলিত তব আশে তরুপুঞ্জ কানন-বল্লরী ;
কিশলয়-শ্যামা ধরা, সহকারে নবীন মঞ্জরী ;
বিশ্বের ব্যথিত বুকে জাগিয়াছে দীর্ঘ বর্ষ-পরে
পুলকের মধু-শিহরণ ; অলক্ষ্য সমীর-ভরে
দূর দূরান্তরে
ভেসে যায় লোকান্তের কল্পকুঞ্জ-গীতি
পূর্ণ মধু-প্রীতি।

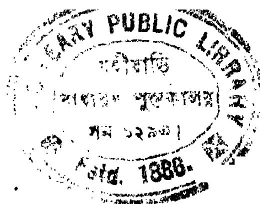
আলোক-তটিনী-কূলে গন্ধময়ী কোথা স্বর্ণ-ভূমি,
হে বসন্ত কোথা ছিলে তুমি—
নিদ্রিত শান্তির কোলে, অলস শিথিল স্বর্ণ-তনু
হেলাইয়া কল্পতরুমূলে ? পুষ্পময় শরধনু-
করে জাগ্রত প্রহরী-রূপে আছিল কি তব পাশে
অনঙ্গ কন্দর্প-সখা, সমীরণ সুনীরব ভাষে
পারিজাত-বাসে
আমোদিয়া বনস্থল গেয়েছিল গান
মোহি' মন প্রাণ ?

দীপিছে রঞ্জিত বিভা ধরণীর আলোক-শিখরে
হে বসন্ত আজি তব তরে।
প্রস্ফুটিত শত পুষ্পে এ বিশ্বের বিচিত্র উদ্যানে
ল'য়ে মধু কলগান স্বর্ণপিক-মিষ্ট কুহরণে

এস নামি' হে সুন্দর দ্যুলোকের আনন্দ-মূরতি
জ্যোতির্লেখা ভূলোকে ছড়া'য়ে ; কনক অঞ্চল পাতি
নমিতা প্রকৃতি
তোমারে বরিয়া লবে কুসুমিত বনে
উল্লসিত মনে।

চিত্রিত এ মঙ্গল উষায় পূরবের অরুণিমা কোলে
হে বসন্ত এস কুতূহলে—
কিরণ-পালক তুলি' বিরঞ্জিত আলোক-বিমানে।
আবাহন ছাপা'য়ে উঠুক উচ্চে গগনে পবনে।
সে আলোকে, সে সঙ্গীতে অবসাদ জড়তা দূরিয়া
বিশ্ব-জাগরণ সাথে শুভক্ষণে আলস্য ত্যজিয়া
উঠুক জাগিয়া
জাতির কল্যাণ পুন দীর্ঘ বর্ষ-পরে
নব দীপ্তি ধ'রে।

কলিকাতা, ১৩২৬



সমাপ্ত